দৈনিক বাংলা

তারিখ 29 MAR 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ বাড়ছে না

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য উচ্চশিক্ষা লাভে যোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে অনুপাতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির সুযোগ বাড়ছে না। এতে করে অনেক যোগ্য ছাত্রছাত্রী নিচুমানের কলেজে লেখাপড়া করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ বছরে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী বেড়েছে মাত্র ৬ হাজার। ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮০ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার ৫৩০ জন। ১৯৮৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪২ হাজার। গত ৯ বছরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় '৮২ সালে। তবে এ বৃদ্ধির হারও খুব কম। '৮২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(প্রথম পৃঃ পর)

সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা মাত্র ৬ দশমিক ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

মঞ্জুরী কমিশনের মতে স্বাধীনতার পর একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হওয়া এবং চালু প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসনসংখ্যা তেমন একটা বৃদ্ধি না পাওয়াই উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সীমিত থাকার মূল কারণ। তবে বর্তমান সরকার সিলেট এবং খুলনায় দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন।

প্রসংগত উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মাত্র ১১ হাজার ৬৯৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা আছে। অথচ প্রতিবছর এ আসনসংখ্যার ছয়-সাত গুণ বেশি ছাত্রছাত্রী ভাল রেজাল্ট নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যেমন গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ১২ হাজার ৪৮৮ জন প্রথম বিভাগ এবং ৭৬ হাজার ৩০৮ জন ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতেঃ চালু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর শিক্ষার্থীর চাপ খুব বেশী। অথচ এগুলোর সম্পদ তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে অতিরিক্ত বোঝা বহন করা আর সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পূর্ববর্তী এক রিপোর্টে বলা হয়ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের কোন সুযোগ না রেখে ইতিপূর্বে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধা সংহতকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত যে হারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য এবং উচ্চশিক্ষা লাভে যোগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সে অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ ছিল সীমিত। এতে করে কৃতকার্য অনেক যোগ্য ছাত্রছাত্রী নিম্নমানের ডিগ্রী কলেজে পাঠ শেষ করতে বাধ্য হয়েছেন। কমিশনের রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়, এ সকল ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে যে উচ্চমানের দক্ষতা আশা করা যায় না তা বলাইবাহুল্য। উচ্চশিক্ষার এই অপরিকল্পিত ও অনভিপ্রেত প্রসার জাতির জন্যে কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্টে এ

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে